মনে রাখা আবশ্যক : পরীক্ষার প্রশ্ন-কাঠামো ২০১৩ থেকে পরিবর্তিত হচ্ছে

বিগত বছরের প্রশ্ন

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা সাম্মানিক প্রবেশিকা পরীক্ষা

২০১২

পূর্ণমান--- ১০০ সময়- ২ ঘণ্টা

উত্তর যথাসম্ভব নিজের ভাষায় ও সংক্ষেপে লিখতে হবে।

সতর্কীকরণ : * উত্তরপত্রে এক প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ করে অন্য প্রশ্নে যেতে হবে । কোন প্রশ্নের উত্তর ভেঙে ভেঙে বিভিন্ন জায়গায় লেখা চলবে না * উত্তরপত্রে পরীক্ষার্থীর নিজের নাম বা পারিচয়জ্ঞাপক কোন ইঙ্গিত থাকলে উত্তরপত্র বাতিল হবে। * কোন অবস্থাতেই অতিরিক্ত কোন কাগজ দেওয়া হবে না।

প্রশ্ন ১। এক কথায় উত্তর দাও (বানানে ভুল থাকলে নম্বর কাটা যাবে): ২৫ x ১=২৫

ক। বাংলা শব্দভাণ্ডারে ‘সরকার’ শব্দ এসেছে a) পোর্তুগিজ থেকে b) ফারসি থেকে c) তুর্কি থেকে ।

খ। ‘লক্ষ্মী’—এখানে ‘ক্ষ্মী’কে ভাঙলে পাওয়া যাবে a)ক্+খ্+ম্+ঈ b) ক্+শ্+ম্+ঈ c) ক্+ষ্+ম্+ঈ d) এগুলির কোনটিই নয়।

গ। ‘কৌমুদী’ শব্দের অর্থ –a) পদ্মফুল b) চাঁদের আলো c) ব্যাকরণ d) এগুলির কোনটিই নয়।

ঘ। ‘গিরিশ’ ও ‘গিরীশ’ –শব্দদুটির অর্থপার্থক্য নির্দেশ করো ।

ঙ। ‘রবীন্দ্ররচনার প্রধান গুণ ভাবের উৎকর্ষতা ও বিষয়ের বৈচিত্র্যতা’—এই বাক্যে কোনো ভুল থাকলে সংশোধন করো।

চ। অজয় নদীর তীরে কেন্দুলি গ্রামে জন্ম ,সংস্কৃতে কাব্য লিখেছেন। এই বাঙালি কবির নাম কী ?

ছ। ‘পরাগলী মহাভারত’ কে রচনা করেন ?

জ। কবি মালাধর বসুকে গৌড়েশ্বর ‘গুণরাজ খান’ উপাধিতে ভূষিত করেন। এই গৌড়েশ্বরের নাম কী ?

ঝ। দৌলৎ কাজীর অসমাপ্ত কাব্যকে পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ করেন কে?

ঞ। মুনি দত্ত, মাণিক দত্ত, ময়ূর ভট্ট — এঁদের মধ্যে কে চণ্ডীর মাহাত্ম্যসূচক কাব্য রচনা করেন ?

ট। কবি জসীমউদ্দীনের উল্লেখযোগ্য কাব্যের নাম ‘নক্শি কাঁথার মাঠ’। ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’ কাব্য কার লেখা ?

ঠ। বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত একমাত্র ইংরেজি উপন্যাসটির নাম কী?

ড। ‘অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে’ – এটি কার খেদোক্তি ?

ঢ। হোসেন শাহের অন্যতম মন্ত্রী সাকর মল্লিক শ্রীচৈতন্যের আশ্রয় নেন। তাঁর প্রকৃত নাম কী?

ণ। গ্রিকপুরাণের ‘Apple of discord’ আখ্যান অবলম্বনে মধুসূদন কোন্ নাটক রচনা করেন ?

ত। ‘বন্দেমাতরম্’ গানটি বঙ্কিমচন্দ্রের কোন্ উপন্যাসের অন্তর্গত ?

থ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম লেখেন –a) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর b) দীনেশচন্দ্র সেন c) রামগতি ন্যায়রত্ন d) এঁরা কেউ নন।

দ। ‘মৈত্র মহাশয় যাবে সাগরসংগমে তীর্থস্নান লাগি’— এই মৈত্র মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথের কোন্ কবিতায় পাওয়া যাবে?

ধ। ‘বেদান্তসার’ গ্রন্থের রচয়িতা রামমোহন রায়। ‘বেদান্তচন্দ্রিকা’র রচয়িতা কে ?

ন। ‘পথের পাঁচালী’, ‘অপরাজিত’ হয়ে ত্রয়ীধারার শেষ উপন্যাসটি রচনা করেন বিভূতিভূষণের পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাসটির নাম কী ?

প।‘বৈকুণ্ঠের খাতা’ রবীন্দ্রনাথের লেখা, ‘বৈকুণ্ঠের উইল’ কার লেখা?

ফ। সঞ্চিতা, সূর্যাবর্ত, রবি-রশ্মি – এগুলির মধ্যে কোন্‌টি রবীন্দ্রকবিতার সংকলন?

ব। কাকাবাবু, ব্যোমকেশ, প্রদোষ মিত্র, ডমরুধর – এঁদের মধ্যে কোন্ চরিত্র বিজাতীয় ?

ভ। সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্ট বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কুর বেড়ালের নাম কী ?

ম। ‘পঞ্চাশ বাঘে মোর এক এক গ্রাস’—উপেন্দ্রকিশোরের সৃষ্ট এই বীর ছাগবৎসটির নাম কী ?

প্রশ্ন ২। যে কোন ১ টি বিষয়ে রচনা লেখ (অনধিক ৪০০ শব্দ) : ৩৫

ক। নির্বাসিত রূপকথা ও বিপন্ন শৈশব

খ। কাল বিকেলের ফোনে তোমার ‘মেসেজ’ পেলাম

গ। পরিব্রাজক তুমি, ভারতের বিবেক-মূর্তি

প্রশ্ন ৩। নিচের গদ্যাংশটি অবলম্বনে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির উত্তর (নিজের ভাষায় ও অবশ্যই চলিত রীতিতে) দাও : ২০

শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম, মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মানুষ থাকে না, সে তখন আপিস-আদালতের বা কল-কারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে। তখনি সে মানুষ না হইয়া মাস্টার-মশায় হইতে চায়; তখনি আর সে প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়। গুরু-শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিতস্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে। কারণ,শিশুদের পালন ও শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতামাতার উপর। কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকাতেই অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাবশ্যক হইয়া ওঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসকে টাকা দিয়া কিনিয়া বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, তাহা স্নেহ-প্রেম-ভক্তির দ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি ; তাহাই মনুষ্যত্বের পাকযন্ত্রের জারকরস, তাহাই জৈব সামগ্রীকে জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত করিতে পারে। বর্তমানকালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাবশ্যক হইয়াছে। শিশুবয়সে নির্জীব শিক্ষার মতো ভয়ংকর ভার আর কিছুই নাই, তাহা মনকে যতটা দেয় তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশি।আমাদের সমাজব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া হউক, সকল দিকেই আমরা মানুষকে চাই; তাহার পরিবর্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোনো কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

ক। আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কী জাতীয় ত্রুটির ইঙ্গিত এখানে রয়েছে ? ৪

খ। মানুষ আর মাস্টার-মশায়ের মধ্যে লেখক কিরূপ পার্থক্য লক্ষ করেছেন ? ৪

গ। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুর ভূমিকা সম্পর্কে লেখকের ধারণা বুঝিয়ে লেখো। ৪

ঘ। সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখো –a) শিশুবয়সে নির্জীব শিক্ষা b) প্রণালীর বটিকা ৪

ঙ। শিক্ষা বিষয়ে লেখকের বক্তব্য একালে কতখানি বাস্তবসম্মত ও গ্রহণযোগ্য বলে তুমি মনে করো ? ৪

প্রশ্ন ৪। 'শিল্পীর স্বাধীনতা ও অধিকারসীমা' –এই বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে বিতর্ক চলছে। বিতর্কটি অনধিক ২০০ শব্দে সংলাপে নিবদ্ধ করো। ২০

অথবা

'তাপপ্রবাহে অসুস্থ হয়ে এক ভদ্রলোক ফুটপাতে শুয়ে পড়েন। তাঁকে ঘিরে কৌতূহলী জনতার ভীড় । কিন্তু কেউ –।' ঘটনার বিবরণ তুলে উপযুক্ত শিরোনামসহ অনধিক ২০০ শব্দে একটি সংবাদ-প্রতিবেদন রচনা করো। ২০

==========